৮। পুরুষার্থ সম্পর্কে চার্বাক মতবাদ ব্যাখ্যা কর। (৬)

উঃ ভারতীয় নীতিবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে এখানে প্রথমে ছিল পুরুষার্থ তিনটি, ধর্ম, অর্থ এবং কাম, এই তিনটি পুরুষার্থকে ত্রিবর্গ বলা হতো, কিন্তু পরবর্তী কালে এই ত্রিবর্গের সঙ্গে মোক্ষ যুক্ত হয়ে ভারতীয় নীতিবিদ্যায় পুরুষার্থ চারটি, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চারটিকে চতুর্বর্গ বলা হয়েছে।

চরম বাস্তিকবাদী চার্বাক দার্শনিকদের মতে পুরুষার্থ মোট দুইটি, অর্থ এবং কাম, অর্থ হলো গৌণ পুরুষার্থ, তা হলো সুখলাভের উপায়স্বরূপ, চার্বাক মতে মুখ্য পুরুষার্থ হলো কাম বা ঐহিক চাহিদা,

চার্বাক দার্শনিকদের মতে, তাদের দাবী হলো তাই যা অন্যান্য দার্শনিকদের মতবাদ অস্বীকার করে, তাঁরা দাবী করেন যে, অবিমিশ্র সুখ বলে কিছু নেই, দৈহিক সুখ ক্ষণিকমাত্র এবং পরিশেষে তা দুঃখেরই ইঙ্গিতবাহী, জীবনের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পারস্পরিক মেলবন্ধন প্রয়োজন। চার্বাকরা নাস্তিক বলেই ধর্ম ও মোক্ষ মানেন না, তাঁরা স্বর্গ, নরক, পরলোক এবং পুনর্জন্মকে স্বীকার করেন না বলেই বর্তমান জীবনকে একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেন, এই জন্যে তাই সুখই একমাত্র কাম্যবস্তু, তাঁরা তাই দাবী করেন যে, সুখ দুঃখ মিশ্রিত হলেও তাকে কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত নয়, উদাহরণস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেন যে, কাঁটার ভয়ে পদ্মবনে পদ্মতোলা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কাঁটা পরিহার করে পদ্মচয়ন করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। অনুরূপভাবে উল্লেখ করা যায় যে, ভবিষ্যতে দুঃখ পেতে হবে এই ভয়ে বর্তমানে সুখ সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। মতভয় মানুষ দুঃখ পরিহার করে, অনতিক্রমণীয় সুখ আহরণ করাই হল মানুষের একমাত্র কাম্য কর্তব্য। সে জন্যই তাঁরা বলেন যে, ভবিষ্যতের বর্ণনীয় ময়ূরের তুলনায় বর্তমানের একটি কপোত ও মানুষের কাছে অনেক বেশী মূল্যবান, সুতরাং মানুষের উচিত কর্ম হল — যত পারা যায় ততই আনন্দ করতে হবে, ততই সুখভোগ করতে হবে। সুখ ভোগই হল মানুষের একমাত্র আদর্শ এবং সুখোৎপাদনকারী কামই হল একমাত্র পুরুষার্থ।

যাইহোক না কেন, চার্বাকদের বিষয়গুলি ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য, অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে চারটি পুরুষার্থ স্বীকৃত, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ — এই চতুর্বর্গকে তাই ভারতীয় নীতিতত্ত্বের চারটি মূল স্তম্ভরূপে স্বীকার হয়েছে, এগুলিকে তাই স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু চার্বাক মতে ধর্ম এবং মোক্ষ এই দুটি পুরুষার্থ বাদে বাকী দুটি পুরুষার্থ হল অর্থ এবং কাম,

ভারতীয় নীতিবিদ্যায় পুরুষার্থ সম্পর্কে আস্তিক মতবাদ ব্যাখ্যা কর।

উঃ ভারতীয় দর্শনে আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলি হলো যথাক্রমে, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব মীমাংসা এবং বেদান্ত। এই সকল মতে পুরুষার্থ চারটি, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। পুরুষার্থ শব্দের অর্থ পুরুষ বা মানুষের লভ্য অর্থ বা বিষয়। পুরুষের যা অর্থ বা প্রার্থিত বস্তু তাই পুরুষার্থ, তাই সাধারণভাবে বলা যায় পুরুষ বা মানুষের যা অভীষ্ট পুরুষের যা লক্ষ্য যে যা চায় তার জন্য যে সচেষ্ট হয় তাই পুরুষার্থ, তাই পুরুষ বা মানুষের যা পরমকাম্য যাতে পুরুষ পরমার্থ লাভ করে তাই হলো পরম পুরুষার্থ।

পুরুষার্থ চার প্রকার, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। এই চারটিকে একত্রে চতুর্বর্গ বলা হয়, সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য দুটি, অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স, যাতে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ বা মূল্যবোধ এই বিষয়ের অন্তর্গত।

১। ধর্ম :- বৈদিক সমাজ ও বৈদিক সমাজের জৈবিক নিয়ম সমূহের ভিত্তি হলো ধর্মনীতি, ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্মকে প্রথম পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো: ধর্ম কি? প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত ধর্ম ও পাশ্চাত্যের religion এক নয়, পাশ্চাত্যে religion বলতে বিশেষ কিছু বিশ্বাস ও আচরণকে বোঝায়, যেমন, ঈশ্বরে বিশ্বাস, প্রার্থনা, ঈশ্বরের স্তবকীর্তন, গীর্জায় পাদ্রির আলোচনা শোনা প্রভৃতি religion এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম বলতে এমন কিছু সুনীতি বা সদাচারকে বোঝায় যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অবশ্য পালনীয়। পাশ্চাত্য religion এর ভিত্তি ঈশ্বর বিশ্বাস, কিন্তু ভারতে ধর্মাচরণ মানে কিছু আচার-আচরণ, সুনীতি ও সদাচার পালন, সেখানে ঈশ্বর বিশ্বাস থাকা আবশ্যিক নয়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ঈশ্বরবিহীন ধর্ম, সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন ও নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু এ সমস্ত সম্প্রদায়ে ধর্মের মূল কতগুলি সুনীতি ও সদাচার অবশ্য পালনীয়, যা মোক্ষ বা মুক্তিলাভে সহায়ক, ভারতীয় শাস্ত্রে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করা হয়েছে, 'ধৃ' ধাতু থেকে 'মন্' প্রত্যয় করে 'ধর্ম' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধারণ করা', যা সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে, তাই ধর্ম। (ধর্ম বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা)

অর্থ :— ভারতীয় শাস্ত্রে অর্থকেও পুরুষার্থ বা মানুষের কাম্য বলা হয়েছে। অর্থ দ্বিতীয় পুরুষার্থ, কিন্তু অর্থ বা ধন স্বতঃই জীবনের লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়নি, অর্থ আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে প্রবল বাধা বলেই নিন্দিত হয়নি, ইহ জগতেও অর্থ নানা সংকট, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের উৎস বলেও নিন্দিত হয়েছে, অর্থ সুখলাভের উপায় মাত্র, অর্থ কেবল উপায়, কিন্তু উপেয় নয়, অর্থ ধর্মানুকূল হলেই পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হয়, ধর্মানুকূল অর্থই যথার্থ পুরুষার্থ, অর্থের উদ্দেশ্য ধর্মলাভ, ধর্মাচরণের জন্য অর্থ প্রয়োজনীয়, ধর্ম বিরুদ্ধ অর্থ পরিত্যাজ্য, অর্থ উপার্জনে যে শুচি, সেই শুচি, মনুর মতে, অর্থের শুচিতা সর্বপ্রয়ত্নে রক্ষণ করা উচিত, তাই বলা হয়েছে, 'অর্থার্জনে যে শুচি, সেই শুচি, শুধু মৃত্তিকা এবং জলের দ্বারা শুচিতা নিষ্পন্ন হয় না,' যদিও একজন ব্যক্তি জীবনযাপনের জন্য অর্থ লাভে সচেষ্ট হতে পারে, তবুও যাতে আসক্তি বা জন্মে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং জীবনযাপনের প্রয়োজন মিটে গেলে অধিক অর্থ উপার্জন থেকে বিরত থাকতে হবে,

কাম :— ভারতীয় শাস্ত্রে কামকেও পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে কাম তৃতীয় পুরুষার্থ, সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ করে, তারা জীবনের চরম লক্ষ্য যে আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধি, যা মোক্ষ বা মুক্তিকে সূচিত করে, সে সম্পর্কে অবহিত নয়, জীবনের চরমলক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত না থাকার জন্য সাধারণ মানুষের অর্থ ও কামের প্রতি আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, তাই বৈদিক শাস্ত্রে অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ বলা হয়েছে, ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে— ধর্ম, অর্থ, কাম— এই তিনটি পুরুষার্থকে সমানভাবে সেবা করতে হবে, যে মানুষ একটি পুরুষার্থকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য দুটিকে অবহেলা করে সে একেবারে বোকার অধম, কিন্তু কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় উপভোগ জনিত সুখের কামনা আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা, এদের মধ্যে যৌন সুখ এবং ক্ষুধা বোধ সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিপজ্জনক, এদের নিয়ন্ত্রণ আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য।

মোক্ষ :— ভারতীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত চতুর্বর্গ এর মধ্যে চতুর্থ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হল মোক্ষ, মুক্তি, অপবর্গ, কৈবল্য, নির্বাণ, নিঃশ্রেয়স প্রভৃতি শব্দ মোক্ষ শব্দের সমার্থক, মোক্ষ পরম পুরুষার্থ, পুরুষার্থের পরিকল্পনায় মোক্ষ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ধর্মের ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, ধর্ম উপায় বলে পরিগণিত হলেও তা কাম বা সুখলাভের উপায় নয়, ধর্মের অব্যবহিত লক্ষ্য হল সত্ত্বশুদ্ধি, যা সম্ভব হয় আমাদের নিম্নতর ও স্বার্থপর প্রবৃত্তিসমূহের শোধনের দ্বারা এবং ধর্মের পরমলক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি বা মোক্ষলাভ,